ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট
rape law reform coalition

৮ নভেম্বর, ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান সংশোধন করে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করায় সাধুবাদ জানাচ্ছে রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন

সাক্ষ্য আইনে নারীর প্রতি অবমাননাকর ও **বৈষম্যমূলক** ১৫৫(৪) বাতিল ও ১৪৬ (৩) ধারার সংশোধন করে জাতীয় সংসদে আইন পাস করায় ১৭ টি সংগঠন নিয়ে গঠিত ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট সাধুবাদ জানাচ্ছে।

এই ধারা আইনে এতদিন সংযুক্ত থাকায় ধর্ষণ অপরাধ প্রমাণের মূল উপাদান 'সম্মতি' কে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিক্ষেত্রেই ধর্ষণের শিকার নারীর 'চরিত্র' ও 'অতীত যৌন ইতিহাস' কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ফলে ধর্ষণ অপরাধে ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার পেতে আইনের দারস্থ হয় না বা বিচার চাওয়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, যা অভিযুক্তকে অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিতে সাহায্য করে। এই বৈষম্যমূলক ধারার সংশোধনী ধর্ষণের শিকার নারীকে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে এবং আইনগত সুরক্ষা পেতে সাহায্য করবে।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট আশা প্রকাশ করছে সংশোধিত সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগে আইনজীবী ও বিচারক যার যার অবস্থান থেকে যথেষ্ট সচেষ্ট থাকবেন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন ।

ধর্ষণ আইন সংস্কার জোটের উত্থাপিত ১০ দফা দাবীর মধ্যে অন্যতম একটি দাবী ছিল ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্রগত সাক্ষ্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। উল্লেখ্য যে, বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহকে বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক বাতিলের আবেদন করে উচ্চ আদালতে গত ১৪ নভেম্বর ২০২১ ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং নারীপক্ষ যৌথভাবে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন।[১] তাছাড়া ১০ মার্চ ২০২২ জোটের পক্ষ হতে "চারিত্রিক সাক্ষ্য: সাক্ষ্য আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী" শীর্ষক একটি মত বিনিময় সভার মাধ্যমে সাক্ষ্য আইনের প্রস্তাবিত খসড়া সংশোধনী বিল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের নিকট পেশ করা হয়।

সচিবালয়
ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট
রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন

---

[1] (রীট নং ১০৪৭৬/২০২১)

রেইপ ল রিফর্ম কোয়ালিশন *১৭টি সংগঠন এর সমন্বয়ে গঠিত এই কোয়ালিশন যার মধ্যে রয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আইসিডিডিআরবি, উইক্যান, উইমেন ফর উইমেন, একশন এইড, এসিড সার্ভাইভারস ফাউন্ডেশন, ওয়াইডাব্লিউসিএ, কেয়ার বাংলাদেশ, জাস্টিস ফর অল নাও, ডাব্লিউডিডিএফ, নারীপক্ষ, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ব্র্যাক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (সচিবালয়), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।*